



125811 - কসম এর কাফফারার রোযা শাওয়াল মাসরে ছয় রোযা হিসেবে গণ্য হবে কী?

প্রশ্ন

আল্লাহর নামে কসম (শপথ) সংক্রান্ত আমার একটি প্রশ্ন আছে। সটো হচ্ছে, আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমি অমুক স্থানে যাব না। কিন্তু, কসম করার এক সপ্তাহ পরে আমি সে স্থানে গিয়েছি। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে আমি তিনটি রোযা রাখব। এ তিনটি রোযা কিসমের কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে? কথিবা কথি? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা প্রশ্নকারী ভাই এর প্রশ্নের জবাব দয়ার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব:

১। প্রত্যেকে মুসলমিরে মৌলকি দায়িত্ব হচ্ছে, যখন তখন ঐ সব বিষয়ে কসম করা থেকে নিজেকে হফোযত করা যসেব বিষয় আল্লাহর নামে কসম করার উপযুক্ত নয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে হফোযত কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৮৯]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

মৌলকি বখান হচ্ছে- বেশে বিশেষ শপথ না করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে হফোযত কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৮৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন আলমে বলেন: তোমরা বেশে বিশেষ শপথ করো না। নিঃসন্দেহে এটি উত্তম, নিরাপদ ও দায় মুক্ত থাকার জন্য শ্রয়ে।[আল-শারহুল মুমত (১৫/১১৭)]

২। যে স্থানে না-যাওয়ার জন্য আপনি শপথ করছেন সটে যদি আল্লাহর বখান অনুযায়ী নিষিদ্ধ স্থান হয়; যখনে যাওয়া আপনার জন্য বধৈ নয়; তাহলে সে শপথ পূর্ণ করা এবং সেখানে না-যাওয়া আপনার উপর ফরয। আর যদি সে স্থানে যাওয়া আপনার উপর ফরয হয়ে থাকে (যমেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কোন আত্মীয়কে দেখতে যাওয়া) তাহলে এ শপথ ভঙ্গ করা আপনার উপর ফরয; যদি যাওয়াটা আপনার উপর ফরয হয়ে থাকে। আর যদি সেখানে যাওয়াটা মুস্তাহাব হয়ে থাকে, তাহলে শপথ ভঙ্গ করাও মুস্তাহাব। আর যদি সে স্থানে যাওয়াটা মুবাহ (বধৈ) হয়ে থাকে তাহলে আপনি দেখুন আপনার

দ্বীনদারি ও দুনিয়াদারি জন্য কোনটা উত্তম, এবং আপনার রবরে ভীতি তরীতে কোনটা উপযোগী সটো করুন। যদি আপনার সৎ স্থানে যাওয়াটা উত্তম ও তাকওয়া পয়দাকারী হয় তাহলে আপনি সৎ স্থানে যান এবং আপনার শপথের কাফফারা দিয়ে দিন। আর সৎ রকম না হলে আপনি সৎ স্থানে যাওয়া থেকে নিজেকে বরিত রাখুন।

আব্দুর রহমান বনি সামুরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যদি আপনি কোন একটি বিষয়ে শপথ করেন, এরপর দেখতে পান যে, অন্য বিষয়টি শপথকৃত বিষয়ের চেয়ে উত্তম তাহলে আপনি উত্তমটি পালন করুন এবং আপনার শপথ ভঙ্গের কাফফারা পরিশোধ করে দিন।” [সহিহ বুখারী (৬৩৪৩) ও সহিহ মুসলিম (১৬৫২)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন এক বিষয়ে শপথ করে ফেলার পর অন্য বিষয়টিকে উত্তম দেখতে পায় তাহলে সে যেন তার শপথের কাফফারা আদায় করে দেয় এবং যটো উত্তম সটোই করে।” [সহিহ মুসলিম (১৬৫০)]

আল-মাওসুআ’ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (৮/৬৩) এসেছে-

বরিরুল ইয়ামনি (শপথ) এর মান হেছে- শপথের ক্ষেত্রে বশ্বিস্ত হওয়া এবং যা শপথ করা হয়েছে সটো বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিনদার করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।” [সূরা নাহল, আয়াত: ৯১]

কোন ফরয আমল করা কথিবা হারাম কাজ পরহির করার ক্ষেত্রে শপথ করা হলে তখন শপথ বাস্তবায়ন করা ফরয। তাই কোন নকেকাজ করার শপথ করা হলে সে নকে কাজটি পালন করা হেছে শপথ পূরণ করা। এক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ করা হারাম। আর কোন ফরয আমল পরতিয়াগ করা কথিবা কোন গুনাহর কাজ করার শপথ করা হলে এটি বদ শপথ; এ ধরণে শপথ ভঙ্গ করা ফরয। আর যদি কোন নফল আমল করার শপথ করে যমেন নফল নামায পড়া কথিবা নফল সদকা করা; সেক্ষেত্রে শপথ পূরণ করা মুস্তাহাব এবং শপথ ভঙ্গ করা মাকরুহ।

আর যদি কোন নফল আমল পরতিয়াগ করার শপথ করে তাহলে এটি মাকরুহ শপথ এবং এ শপথ পূরণ করাও মাকরুহ। বরং এ ক্ষেত্রে সুন্নত হেছে- শপথ ভঙ্গ করা। আর যদি কোন মুবাহ কাজের ক্ষেত্রে শপথ হয় তাহলে সে শপথ ভঙ্গ করাও মুবাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যদি আপনি কোন একটি বিষয়ে শপথ করেন, এরপর দেখতে পান যে, অন্য বিষয়টি শপথকৃত বিষয়ের চেয়ে উত্তম তাহলে আপনি উত্তমটি পালন করুন এবং আপনার শপথ ভঙ্গের কাফফারা পরিশোধ করে দিন।” [সমাপ্ত]

৩. আপনি শপথ ভঙ্গ করার বদলে তিনিটি রোযা রাখার যে সদিধান্ত নিয়েছেন এটি নাজায়যে। তবে আপনি যদি দশজন



মসিকীনকে খাবার দিতে কথিবা পোশাক দিতে অক্ষম হন তাহলে সটো করতে পারেন। কারণ শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা হচ্ছ-
দশজন মসিকীনকে খাদ্য দয়ো কথিবা পোশাক দয়ো কথিবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তরি এগুলো কোনটিকরার
সামর্থ্য নহে সে তনিদনি রোযা রাখবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “তোমাদের ইয়ামীনে লাগু (বৃথা শপথ) এর জন্য আল্লাহ্
তোমাদেরকে পাকড়াও করবনে না, কনিতু যসেব শপথ তোমরা ইচ্ছা করে কর সগেলোর জন্য তনি তোমাদেরকে পাকড়াও
করবনে। এর কাফ্ফারা হচ্ছ- দশজন মসিকীনকে মধ্যম ধরণে খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরজিনদেরকে খেতে দাও,
বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কথিবা একজন দাসমুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নহে তার জন্য তনি দনি সিয়াম পালন। তোমরা
শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য
তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকের আদায় কর।”[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৮৯]

দখুন: 45676 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনার প্রশ্নের আরকেটি অংশ হচ্ছ, আপনি শপথের কাফ্ফারার রোযা শাওয়াল মাসে রাখতে চাচ্ছেন এবং এ রোযাগুলোক
ছয় রোযার মধ্যে গুণতে চাচ্ছেন। বর্ণতি আছে যে, শাওয়ালরে রোযার ফযলিত গোটো বছর ফরয রোযা রাখার সমান। তাই
আমরা বলব: যদি আপনি মসিকীনকে খাদ্য দিতে ও পোশাক দিতে অক্ষম হওয়ায় আপনার দায়িত্বে রোযা রাখাই অবধারতি
হয়ে যায় সক্ষেত্রে আপনি কাফ্ফারার রোযাগুলোক শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে হিসাব করতে পারবনে না। কনেনা, নফল
রোযার নয়িত ও ফরয রোযার নয়িত একত্রে করা জায়যে নহে। কাফ্ফারার রোযার জন্য স্বতন্ত্র বশিষে নয়িতরে প্রয়োজন
রয়ছে; যমেনভাবে শাওয়ালরে ছয় রোযার জন্যও নয়িতরে প্রয়োজন। অতএব, কাফ্ফারার জন্য আপনি যে তনিটি রোযা
রাখবনে সে রোযাগুলোক শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে হিসাব করা যাবে না।

স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

শাওয়ালরে ছয় রোযা, আশুরার রোযা ও আরাফার দিনের রোযা কী শপথ ভঙ্গরে রোযা হিসেবে আদায় হবে? যদি ব্যক্তি
শপথের সংখ্যা নির্ধারণ করতে অক্ষম হয়?

উত্তরে তারা বলেন: শপথের কাফ্ফারা হচ্ছ, একজন মুমনি দাসকে মুক্ত করা কথিবা দশজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো
কথিবা তাদেরকে পোশাক দয়ো। যদি এগুলোর কোনটিকিউ করতে না পারে তাহলে সে প্রতটি শপথ ভঙ্গরে বদলে তনিদনি
রোযা রাখবে।

আপনি বলছেন যে, আপনি শপথের সংখ্যা হিসাব করতে অক্ষম: আপনার কর্তব্য হচ্ছ, কাছাকাছি সংখ্যা হিসাব করার
চেষ্টা করা। এরপর এ শপথগুলোর মধ্যে যগুলো আপনি ভঙ্গ করছেন সগেলোর কাফ্ফারা আদায় করা। এভাবে করা



আপনার জন্য যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আশুরার রোযা, আরাফার রোযা ও শাওয়ালরে ছয় রোযা শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারার রোযা হিসেবে আদায় হবে না; তবে ব্যক্তি যদি নিয়ত করে যে, এটা কাফ্ফারার রোযা; নফল রোযা নয় তাহলে আদায় হবে।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি গাদইয়ান।[ফাতাওয়াল লাজনাহ্ দায়মিাহ্ (২৩/৩৭,৩৮)]

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

প্রশ্নকারী বলেন উল্লেখ করছেন যে, তিনি শপথ করছেন; এখন তিনি তিনিদনি রোযা রেখে এ শপথরে কাফ্ফারা আদায় করতে চাচ্ছেন। আমার জন্যে কি এ রোযাগুলো শাওয়ালরে ছয় রোযার সাথে রাখা জায়যে হবে? অর্থাৎ আমি ছয়দনি রোযা রাখব?

উত্তরে তিনি বলেন:

শপথকারী শপথ ভঙ্গ করলে তার জন্য রোযা দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা জায়যে হবে না; যদি না তিনি দশজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো কথিবা তাদরেক পোশাক দয়ো কথিবা একজন কৃতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য না রাখেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “এর কাফ্ফারা হচ্ছে- দশজন মসিকীনকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরজিনদেরকে খেতে দাও, বা তাদরেক বস্ত্রদান, কথিবা একজন দাসমুক্ত। অতঃপর যার সামর্থ্য নাই তার জন্য তিনি দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথরে কাফ্ফারা।”[সূরা মায়াদি, আয়াত: ৮৯]

সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিষয় মশহুর হয়ে গেছে যে, শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা তিনিদনি রোযা রাখা; চাই সবে ব্যক্তি মসিকীনকে খাদ্য দয়ো কথিবা পোশাক দয়ো কথিবা দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখুক কথিবা না-রাখুক □ এটি ভুল। বরং যে শপথভঙ্গকারী দশজন মসিকীনকে খাদ্য দয়ের সামর্থ্য রাখে না, কথিবা সামর্থ্য রাখলেও মসিকীন খুঁজে পায় না; সবে ব্যক্তি লাগাতর তিনিদনি রোযা রাখবে।

শপথভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি তিনিদনি রোযা রাখার শ্রণৌভুক্ত হয় সক্ষেত্রে এ রোযাগুলোর মাধ্যমে শাওয়ালরে ছয় রোযার নিয়ত করা জায়যে হবে না। কেননা, এ দুইটি স্বতন্ত্র দুটি ইবাদত। একটি দিয়ে অপরটি আদায় হবে না। বরং সবে ব্যক্তি শাওয়ালরে ছয় রোযা রাখবে। তারপর ছয়দনিরে উপর আর তিনিদনিরোযা অতিরিক্ত রাখবে।

[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, (/৮৪,৮৫)]

এই তিনিদনিরে রোযা লাগাতর হওয়া শর্ত নয়। ইতিপূর্বে 12700 নং ফতোয়াতে আমরা সবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। সখোনো



দখোঁ যতে পারোঁ।

আল্লাহ্‌ই ভাল জাননে।